ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৩৫১৩
আগরতলা, ১০ জানুয়ারী, ২০১৮।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সম্মুখে উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা উৎসর্গ
জাতীয় পতাকা আমাদের দেশের গৌরবের প্রতীক : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সংগ্রহশালা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রধান গেইটে আজ বিকেলে এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাবাসীর কাছে উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা উৎসর্গিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই সুউচ্চ পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী এবং ও এন জি সি-র এসেট ম্যানেজার জি কে সিংহরায় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উজ্জয়ন্ত প্যালেস কমপ্লেক্সের সম্মুখে এই উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকাটি স্থাপন ও নির্মাণ করেছে ও এন জি সি ত্রিপুরা এসেট। এই উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা এখানে উৎসর্গিত করায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে ও এন জি সি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার উজ্জয়ন্ত প্যালেসে রাজ্য সংগ্রহশালায় ৫টি নতুন গ্যালারীর উদ্বোধন করেন। তাছাড়া উজ্জয়ন্ত প্যালেস কমপ্লেক্সে এই প্রাসাদের নির্মাতা ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের ব্রোঞ্জ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটি তৈরী করেছেন চারু ও কারুকলা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মতিলাল কলই। মুখ্যমন্ত্রী এদিন উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকার কাছে বিপ্লবী সূর্য সেনের নবনির্মিত মর্মর মূর্তিতেও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই মূর্তিটি তৈরী করেছেন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, জাতীয় পতাকা আমাদের দেশের গৌরবের প্রতীক। এই পতাকার সাথে আমাদের জাতীয় সম্মান জড়িত। কোনও সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাতে কেউ এই পতাকা ব্যবহার না করে সেজন্য সচেতন থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পতাকার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের দেশের জওয়ানরা প্রতিবছর প্রাণ দিচ্ছেন। যে পতাকা এখানে উত্তোলিত হলো রাজ্যবাসী তা গর্ব অনুভব করে পরিদর্শন করবেন এবং তার সম্মান রক্ষায় সচেতন থাকবেন। এই পতাকা দিবারাত্র উত্তোলিত থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সরকার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে রাজ্য সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে রাজন্য শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাসের এই ধারাকে স্থায়ী রূপ দিতেই এখানে এই রাজ্য সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। ইতিহাসের চলার গতিপথকে ধরে রাখতে শুধু ত্রিপুরা নয় জাতীয় প্রেক্ষাপটে সমগ্র উত্তর-পূর্বের জীবন ধারার প্রতিচ্ছবি এখানে রক্ষিত আছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের নবীন প্রজন্ম এখানে আসুক। শুধু চোখে দেখার জন্য নয় এর গভীরে যাক তারা। আমাদের অগ্রগতি-বিকাশের ধারা-- মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশকে তারা যাতে জানতে পারে সে জন্য স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা উদ্যোগ নিন। আমাদের নবীন প্রজন্মকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই তারা যোগ্য নাগরিকের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রধান গেইটে যে সুউচ্চ পতাকা উত্তোলিত হলো তা রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করলো। এটা আমাদের কাছে এক ঐতিহাসিক ও গৌরবের দিন। সেই সাথে রাজ্য সংগ্রহশালায় আরও পাঁচটি গ্যালারী নতুনভাবে যুক্ত হলো। তিনি বলেন, এই সংগ্রহশালায় ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বের জীবনধারা, মানুষের ইতিহাস, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ধরে রাখা হয়েছে। উত্তর-পূর্বের মানুষের ইতিহাস জানার জন্য এই সংগ্রহশালা দারুণভাবে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও এন জি সি-র এসেট ম্যানেজার জি কে সিংহরায় বলেন, ত্রিপুরার জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। রাজ্যের এই ঐতিহাসিক প্রাসাদের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের মতো ঐতিহাসিক স্থানে এই সুউচ্চ জাতীয় পতাকা রাজ্যবাসীর জন্য উৎসর্গ করা হলো। এতে এই স্থানটি আরও আকর্ষণীয় হলো। পর্যটকদের কাছেও এই পতাকা আকর্ষণীয় হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নে ও এন জি সি বরাবরই যুক্ত। এই প্রচেষ্টা আগামী দিনেও থাকবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. বিপ্রদাস পালিত বলেন, দেশের অন্যান্য মেট্রোসিটির মতোই আগরতলা শহরেও উচ্চ স্তম্ভ জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলো। এটা আমাদের রাজ্যের কাছে গৌরবের। তাছাড়া আজ রাজ্য সংগ্রহশালায় ৫টি নতুন গ্যালারী যুক্ত হলো। নতুন ৫টি গ্যালারী উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূমিকা, ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার ভূমিকা, উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্ট এন্ড ক্র্যাফট, উত্তর-পূর্ব ভারতের জীবনধারা সম্বলিত। তাছাড়াও অতুলনীয় একটি ডিজিটাল গ্যালারী যুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৩ সালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে রাজ্য সংগ্রহশালা চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ২৫ হাজার পর্যটক এখানে এসেছেন। তাছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষক এসেছেন ৫ লক্ষের উপর।

*****